দৈনিক বাংলা

62

তারিখ 24 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
24/11/95

ডিগ্রী পরীক্ষায় নকল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হয়েছে। তবে নকলের দায়ে প্রথম দিনই ২৩২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছেন। শুধু বহিষ্কৃতই হননি— পিরোজপুরে নকলবাজ পরীক্ষার্থীরা একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করেছে।

ডিগ্রী পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকল এবং নকলবাজদের তাণ্ডব সত্যি বিস্ময়কর। গ্র্যাজুয়েশন জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রবেশের সনদপত্র। যারা আর কিছুদিন পর কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তারাও যদি নকল করে পরীক্ষা নামক বৈতরণী পার হতে চান, তাহলে দেশবাসীর কাছে আশা করার মত আর কিছুই থাকে না। নকল করে যারা গ্র্যাজুয়েট হবে তারা দেশবাসীকে দুর্নীতি ছাড়া আর কী–ইবা উপহার দেবে?

নকল যুগে যুগে ছিল। হয়তবা ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু ডিগ্রী পরীক্ষার পর্যায়ে ব্যাপক হারে নকল সত্যি উদ্বেগের বিষয়। নকল করে তারপর আবার ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছনা করার ঘটনা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। যারা নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং গোলমাল পাকিয়েছে তাদের যথাযোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই গলদ আছে। পঠন–পাঠন এবং জ্ঞানার্জনের চাইতে কাগুজে সার্টিফিকেটের মূল্য বেশী হওয়ায় যে কোন উপায়ে তা–ই অর্জনের চেষ্টা চলে। এই কারণে নকলের প্রবণতা বেশী। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় নকলের হার খুবই বেশী।

স্কুল–কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন–পাঠনের পদ্ধতি–প্রক্রিয়া দৃঢ় হলে নকল নিশ্চয়ই নিরুৎসাহিত হত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও নিয়ম মাফিক লেখাপড়া, পরীক্ষা বা মার্কিং হয় না বলে অভিযোগ আছে। নকল বন্ধ করতে হলে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।